ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী

ও

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী
ও
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯

www.pathagar.com

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী
ও
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মা'লানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী-২০০৮
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী
ও
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ, ভবিষ্যৎও তার সম্পূর্ণ অজানা, অতীতকে সে ভুলে যায় আর বর্তমান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায়ই ভুল করে। জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা নিয়ে মানুষ যখন ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনা করে তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মাঝে মধ্যেই সংবিধান সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ১৯৭২ সনে রচিত সংবিধান ২০০৬ সন পর্যন্ত গত ৩৪ বছরে তের বার সংশোধন করতে হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহের মানব রচিত সংবিধান সমূহের অবস্থাও এথেকে ব্যতিক্রম কিছুই নয়। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধানের বিগত দেড় হাজার বছরেও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সীমিত নয়, তিনি অসীম জ্ঞানের মালিক। যাঁর কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল বলে কোনো কাল নেই, সকল কালই তাঁর কাছে বর্তমান। এ জন্যে তাঁর পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি কালজয়ী সার্বজনীন সংবিধান উপহার দেয়া। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব গোষ্ঠীর জন্য ইসলামকেই জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

পবিত্র কোরআনকে সংবিধান হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, আর এ পথে সঠিকভাবে চলার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সেই সাথে আরো মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা শুধু মুসলমানদের প্রতিপালক নন, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী। মহাগ্রন্থ আল কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য পথ নির্দেশিকা নয়, কোরআন হচ্ছে 'হুদাল্ লিন্নাস' মানব গোষ্ঠীর জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত গ্রন্থ। এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শুধু মুসলমানদের পথ প্রদর্শক ও করুণা হিসেবে প্রেরিত হননি, তিনি 'রাহ্মাতুল্লীল আ'লামীন' গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর করুণা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কারণেই এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া বিধান তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কল্যাণকামীতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করলে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যাবে, আর কেউ যদি ইসলাম কবুল নাও করে শুধু ইসলামী বিধান মেনে চলে তাহলে পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টী না থাকলেও দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তামূলক জীবন-যাপনে অবশ্যই ধন্য হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে দেশের সুস্থ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও কলামিষ্টদের নিকট উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য পরিহার করে উদার ও পবিত্র মনে ভেবে চিন্তে নিজের সচেতন বিবেককে জবাব দিন। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ–

➡ কোরআন মজীদের সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সুদকে হারাম ও ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই জানি সুদ পূজিবাদী শোষণের জঘন্য হাতিয়ার, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে ধনীক শ্রেণী অধিক ধনশালী হয় আর দরিদ্র শ্রেণী হয় আরো নিঃস্ব। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র যদি কোরআনের বিধান অনুযায়ী ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই?

➡ পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা জেনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে জেনা-ব্যভিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে জেনার উৎস নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী, সহশিক্ষা, পর্ণোগ্রাফী, অশ্লীল নাচ-গান, অশ্লীল সিনেমা ও অশ্লীল সাহিত্য বন্ধ করে দেয়, তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে শুধু মুসলিম সমাজ নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলেই?

➡ পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মদ-জুয়াসহ সকল প্রকার যৌন উত্তেজক মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা সকলেই জানি, সব ধরণের জঘন্য পাপের উৎস মদ-জুয়া। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জন্যে সব ধরণের মাদকদ্রব্য আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং মদ্যপান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে মদ্যপ-মাতাল ও জুয়াড়িদের হত্যা-ধর্ষণ ও দূর্ঘটনার তান্ডব থেকে রক্ষা পাবে শুধু কি মুসলিম সমাজ নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই?

➡ পবিত্র কোরাআন মজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৩ নং আয়াতে এবং সূরা মায়েদার ৩৩ ও ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আদালতের মাধ্যমে নরহত্যা ও ব্যভিচারের অভিযোগে প্রমাণীত ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া ছাড়া সকল প্রকার নরহত্যা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং চুরি-ডাকাতী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে অপরাধীদের কোরআনে বর্ণিত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কার্য্যকর করে তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে কি শুধু মুসলিম সমাজ নাকি এই আইনের মাধ্যমে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্থি পাবে সমগ্র জাতি?

www.pathagar.com

➡ সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে এবং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার, পুরুষের সমঅধিকার, তাদের ভরণ-পোষণের অধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করতে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং পবিত্র ইসলামে সকল প্রকার নারী নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র এ বিধান আইনের মাধ্যমে কার্য্যকর করলে এদ্বারা মুসলিম নারীরাই উপকৃত হবে নাকি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হবে? এসব প্রশ্নের জবাব যদি আপনাদের কাছে ইতিবাচক হয়, তাহলে লক্ষ্য করুনঃ-

ইসলাম সাম্প্রদায়িক নয়- সার্বজনীন, উগ্রপন্থী নয়- উদার, অসহিষ্ণু নয়- সহনশীল, ইসলাম মানব রচিত নয়- আল্লাহ প্রদত্ত। আর আল্লাহ হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, প্রতিপালক, তিনিই মানবকুল সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণ- অকল্যাণ কিসে হয় এবং তাদের জাগতিক ও পরকালীন উন্নতি কিসে হয় এসব কিছুকে সামনে রেখেই তিনি সংবিধান দিয়েছেন- যার নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন।

সূরা হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতের শেষাংশে রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের সৎকাজের আদেশ এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোরআনে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র যদি উগ্রপন্থা, জঙ্গীবাদ, অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতা সহ সকল প্রকার গর্হিত ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দেশের নাগরিকদের বিরত রাখে এবং সকল প্রকার ভালো তথা মানব কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে, তাহলে এদ্বারা শুধু মুসলিম নাগরিকবৃন্দ উপকৃত হবেন না, উপকৃত হবেন জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে নাগরিক মাত্র সকলেই।

প্রাসঙ্গিক কারণে সূরা হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতের পূর্ণ অর্থ ও সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান এখানে জরুরী মনে করছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা হাজ্জঃ ৪১)

প্রথম দুটো কাজ শুধু মুসলিম নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য হলেও এর সুফল কিন্তু ভোগ করবেন মুসলিম- অমুসলিম সকল নাগরিকই। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলা যায় ব্যক্তির নামাজ আদায় এবং নামাজের শিক্ষা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করলে সে ব্যক্তির চরিত্রে অবশ্য অবশ্যই সৎ গুণসমূহ বিকশিত হবেই। কারণ সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "নিঃসন্দেহে নামাজ (মানুষকে) অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।" এ জন্যে সত্যকার অর্থে নামাজী মুসলিম ব্যক্তির বিকশিত সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকই উপকৃত হবেন না, অমুসলিম নাগরিকগণও উপকৃত হবেন। এভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কল্যাণ লাভ করবেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কাজটি হলো যাকাত আদায়। অর্থাৎ দেশের ধনী মুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে তথা 'সাত তলা আর গাছ তলা' এ ব্যবধান দূর করা হবে। যাকাত ভিত্তিক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া এবং শোষণের পথ রুদ্ধ করা হবে। ফলে দেশের মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক সকলেই সমভাবে উপকৃত হবেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের পরিচালকগণ নিজেরা সৎ হবেন, সৎ কাজের আদেশ দিবেন এবং যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে দেশের নাগরিকগণকে বিরত রাখবেন। আর এই দুটো কাজ মুসলিম- অমুসলিম সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হবে। যে রাষ্ট্রে শুধু মাত্র সৎকাজের প্রবর্তন করা হবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা হবে, সেই রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী, পেশা ও ধর্মের অনুসারী মানুষই শান্তি, স্বস্থি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। ইসলাম এ বিষয়টি শুধু মাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত করেনি, সকল মানুষের সাথেই সংযুক্ত করেছে। তাহলে এবার বলুন, ইসলামকে 'সাম্প্রদায়িক' বলার কি কোনো সুযোগ আছে?

সাম্য মৈত্রীর এ সংবিধান পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, 'সকল মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি' তারা সকলেই পরস্পরে সমান। শ্রেণী, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য জঘন্য এক প্রথা মাত্র এবং এই জঘন্য প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আদর্শসমূহ পৃথিবীর জন্য এক মহাবিপদ। সমগ্র মানবগোষ্ঠী মহান আল্লাহর একক এক পরিবার এবং কোনো ধরণের বিভেদের স্থান এখানে নেই। সমগ্র মানুষই এক, হোক সে মানুষ আরব বা অনারব, সাদা বা কালো, ধনী বা গরীব, প্রাচ্যের বা প্রতীচ্যের, আর্য বা অনার্য, দৈহিক গঠন আকৃতিতে সুন্দর বা কদাকার। সকল মানুষকেই মানুষ হিসেবে সম্মান মর্যাদা দিতে হবে। সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের (মানুষকে) মর্যাদা দান করেছি।' (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০)

সকল মানুষই একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তথা সাম্প্রদায়িকতার মূলে কুঠারাঘাত করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহকে) বেশী ভয় করে।' (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

এই পৃথিবীতে যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করে, সে মানুষই সততা ও স্বচ্ছতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আর এরূপ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীকে শান্তি ও স্বস্তির আবাস স্থলে পরিণত করতে সক্ষম এবং মানব সমাজও এরূপ মানুষের দ্বারাই

www.pathagar.com

কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহভীরু মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করেছে। সকল মানুষকেই সম্মান মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। এরপরও যারা ইসলামী জীবন বিধানে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আবিষ্কার করছেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন, হয়তো তা না বুঝে করছেন অথবা জেনে বুঝে বিশেষ কোনো দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিষ্ফল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছেন।

অমুসলিমদের সাক্ষ্য

ইসলাম মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, মানুষে মানুষে গোত্র, বর্ণ, ও অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্যের সফল বিলোপ সাধন করাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বিখ্যাত চিন্তাবিদ Sir C. P. Ramaswamy Aiyer ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, "ইসলাম কি দাবী করে? বর্তমান পৃথিবীতে প্রকৃত অর্থে সক্রিয় একমাত্র গণতান্ত্রিক ধর্মব্যবস্থা হিসেবে আমি ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। কেবলমাত্র আমিই নই, চিন্তাশীল প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে পারবে না। হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। এ মহাসত্য স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করার সৎ সাহস আমার রয়েছে। দার্শনিক ভিত্তি থাকার পরও আমার নিজের ধর্ম 'একক এক মানব সমাজের' বাস্তব প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করেনি। ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে সকল মানবগোষ্ঠী এক ও অভিন্ন, এই অতীব প্রয়োজনীয় চেতনার বাস্তব প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই সক্ষম হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়েরস্ শ্বেতাঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যসমূহের সমস্যা এমনকি যুক্তরাজ্যের সমাজ জীবনে লুকায়িত দ্বন্দ্ব-বিভেদ ইত্যাদির মতো যে কোনো সমস্যা ইসলামে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।" (Eastern Times, 22nd December, 1944)

Arnold Toynbee তাঁর Civilization on Trial নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, "আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান দিকসমূহের সাথে অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার অনুসারী মানুষগুলো বড় ধরনের দুটো সমস্যা উপস্থিত করেছে। এর একটি হলো উগ্র বর্ণবাদ আর আরেকটি হলো মদ। এগুলোর মোকাবেলায় ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি এমন অবদান রাখতে সক্ষম, যা গ্রহণ করলে আমরা উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সৌধ গড়তে পারি। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বর্ণবাদের মূলোৎপাটন ইসলামের বিরাট অবদান। বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামের এই মহৎ নীতির প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে বর্ণবাদী অসহনশীলতার প্রচারকদের চেহারা ক্রমেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। বর্ণবাদী এই মানসিকতা চলতে থাকলে তা মারাত্মক ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ইসলামের বর্ণবাদ বিরোধী শক্তির উত্থান ঘটিয়েই

www.pathagar.com

কেবলমাত্র বর্ণবাদকে পরাজিত করে শান্তি ও সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।" (Civilization on Trial- by Arnold Toynbee, P. 205-206)

মহাপবিত্র সংবিধান আল কোরআন শুধুমাত্র মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি, সকল মানুষের প্রতিই সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান এবং বিচার পরিচালনায় কোনো ধরনের পার্থক্য ও পক্ষপাতিত্বের সামান্যতম প্রশ্রয় দেয় না। কে মুসলিম এবং কে অমুসলিম, ইসলাম সুবিচারের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, "যখন মানুষের মধ্যে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে।" (সূরা নেসাঃ ৫৮)

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দশন দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি পবিত্র গ্রন্থ ও ন্যায়দন্ড যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" (সূরা আল হাদীদঃ ২৫)

"হে বিশ্বাসীগণ! সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তোমরা কঠোরতা অবলম্বন করো, আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, এমনকি তা যদি তোমার নিজের, তোমার পিতার বা তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায় এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করো না, এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। যদি সুবিচারকে বিকৃত করো বা সুবিচার প্রদর্শনে অস্বীকৃত হও,তাহলে মনে রেখো তুমি যা কিছুই করছো আল্লাহ সকল কিছুই দেখছেন।" (সূরা নেসাঃ ১৩৫)

"হে বিশ্বাসীগণ! সাম্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেনো তোমাদের সুবিচার থেকে বিপথগামী করতে না পারে। সুবিচারের সাথে কাজ করো।" (সূরা আল মায়েদাঃ৮)

সুতরাং পবিত্র কোরআনকে সংবিধান হিসেবে যে রাষ্ট্র গ্রহণ করবে, সেই রাষ্ট্রের মুসলিম, অমুসলিম সকল নাগরিকই সুবিচার লাভে ধন্য হবেন। ইসলামের এই নির্দেশ শুধুমাত্র কোরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সম্মুখে স্বর্ণালী দৃষ্টান্ত স্থাপনও করেছে। চুরির অপরাধে নবী করীম (সাঃ)-এর বিচারালয় থেকে উচ্চ সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী গোত্রের এক মহিলার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হলো। সম্মান-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সে রায় পুনর্বিবেচনার জন্যে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করা হলে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, "আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এ ধরনের অপরাধে অপরাধী হতো, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেও দন্ড ভোগের বিন্দুমাত্র হ্রাস- বৃদ্ধি করা হতো না।" (আল হাদীস)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে একজন অমুসলিমকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত একজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের হাতে সোপর্দ করে অপরাধীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং অপরাধী মুসলমানকে হত্যা করে অমুসলিমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলো। তৃতীয় খলিফার শাসনামলে দ্বিতীয় খলীফার এক সন্তান হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ হলে দ্বিতীয় খলিফার সন্তানকেও প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়। চতুর্থ খলিফার শাসনামলে একজন অমুসলিমকে হত্যা করার অভিযোগে মুসলিম এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত মুসলিম ব্যক্তিকে প্রাণদন্ডাদেশ দেয়া হলো। নিহত অমুসলিমের ভাই এসে খলীফাকে জানালেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, এ জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনারা তাকে মুক্তি দিন।' শুধুমাত্র মুখের কথায় খলীফা আসামীকে মুক্তি দিলেন না, তিনি গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তদন্ত করে দেখলেন, কোনো ধরণের প্রভাব, হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ব্যতীতই অমুসলিম লোকটি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে আসামীকে মুক্তি দেয়ার অনুরোধ করছে। এরপর অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয়। (Islamic Law and Constitution, P. 179)

এ ধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারী ব্যতীত এ ধরণের অসাম্প্রদায়িক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন ভিন্ন কোনো আদর্শ এবং জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী মুসলিম শাসকগণ সকল ধর্মের প্রজাদের ওপর রাজত্ব করেছেন। রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সুলতান মাহ্মুদের বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে একজন হিন্দু নাগরিক মামলা দায়ের করলে স্বয়ং সুলতান মাহমুদকে অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে কাজীর আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছিলো। একজন ব্যবসায়ীর সাথে অশোভন আচরণের অভিযোগে শেরশাহ সুরী তাঁর সন্তানকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন। একজন অমুসলিম মহিলাকে অপমান করার অভিযোগে সম্রাট আলমগীর তাঁর প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁনের পুত্র মির্জা তাফাখুরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

অভিযোগ করা হয়ে থাকে ইসলাম এবং এর অনুসারীরা অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণু নয়, অসহনশীল এবং এ কারণে ইসলামী রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। এই দাবী যারা তুলছেন, তাদের প্রতি আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, ইসলাম, ইসলামী শাসন এবং মুসলিম শাসনের ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। অমুসলিমদের প্রতি অসহনশীলতার একটি দৃষ্টান্তও আবিষ্কার করতে পারবেন না। বরং মানবতাবাদী এবং সকল মানুষের জন্যে অনুসরণযোগ্য অগণিত দৃষ্টান্তে ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

T. W. Arnold Toynbee লিখেছেন, "মুসলিম সৈন্য বাহিনী জর্ডান উপত্যকায় পৌছার পর সেনাপতি আবু উবায়দা ফিবলে নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ সময় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে তাদের নেতৃবৃন্দ মুসলিম বাহিনীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্রে তারা উল্লেখ করেন, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! বাইজান্টাইনদের তুলনায় আমরা আপনাদের অধিক পসন্দ করি। ওরা আমাদের অনুরূপ খৃষ্টান হবার পরও আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে বাস্তুহারা করেছে। অপরদিকে আপনারা এসেছেন আমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদের প্রতি নিশ্চিত নিরাপত্তার বাণী নিয়ে। তাদের তুলনায় আপনাদের শাসন আমাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলজনক।' এমিসা নগরীতে বসবাসকারী খৃষ্টান সম্প্রদায় নগরীর দরজা তাদেরই জ্ঞাতি ভাই হেরাক্লিয়াসের খৃষ্টান বাহিনীর জন্যে বন্ধ করে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলো, 'এই নগরীতে বসবাসকারী খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রীকদের অত্যাচার আর অবিচারের তুলনায় মুসলমানদের শাসন ও সুবিচারকে অধিকতর স্বাগত জানায়।" (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee, P. 55)

ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর খৃষ্টান প্রজাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, জীবনাচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, স্বাধীনতা এবং তাদের ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।" (Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 269-270)

ইরভমফঢ কমহভঠণণ লিখেছেন, "উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মুসলিম বিজয়ীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অভিযান চলাকালে তাদের মহানুভবতা ও উদারতা বিজিতের মন-মানসে তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছিলো সম্মান-শ্রদ্ধা, বিজিতরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলো। জেরুযালেম নগরী যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রাঃ)-এর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো তখন তিনি লিখিত শপথ পাঠ করেছিলেন, 'আমি উমার, জেরুযালেমবাসী খৃষ্টানদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি, গির্জা, ক্রুশ ও তাদের ধর্ম, ভূমি এবং জীবনাচারের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের প্রতি নিশ্চয়তা দান করছি। এখানে তাদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না, গির্জার কোনোরূপ অবমাননা বা ক্ষতি সাধন করা হবে না, এর মর্যাদার প্রতি আঘাত করা হবে না। ধর্মীয় কারণে এখানে কেউ-ই নির্যাতিত হবে না এবং ধর্মীয় কারণে কারো প্রতি আঘাত করা হবে না।" (The Preaching of Islam by Arnold Toynbee)

জেরুযালেম নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর হযরত উমার (রাঃ) সেখানে অবস্থিত খৃষ্টানদের ধর্মীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সম্পর্কে Arnold Toynbee লিখেছেন, "উমার (রাঃ) পরিদর্শন করছিলেন তখন নামাজ আদায়ের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়।

www.pathagar.com

গির্জার পুরোহিত উক্ত গির্জাতেই খলীফাকে নামাজ আদায়ের জন্যে অনুরোধ করেন। খলীফা বিনয়ের সাথে পুরোহিতকে বলেন, 'আজ আমি যদি এই গির্জায় নামাজ আদায় করি, তাহলে পরবর্তী সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠী এই গির্জাকে তাদের উপাসনার স্থান হিসেবে দাবী করতে পারে।" (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee, P. 5-7)

"প্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী সরকার বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসমূলক কোনো রূপ পরিগ্রহ করেনি। বর্বরতার অন্ধকার, চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির শৃংখলিত দুর্দশা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কোনো চিরন্তনী সংগ্রাম প্রবণতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। পক্ষান্তরে এসবই ছিলো ইউরোপের গ্রীস ও রোমান সভ্যতার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য।"(Robert Briffault: The Making of Humanity, P. 113)

খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত সিরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণকালে প্রথম খলীফা সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমাদের হাত যেনো নারী ও শিশুর রক্তে রঞ্জিত না হয়। শত্রুপক্ষের বৃক্ষ বিনষ্ট করবে না, তাদের শস্য ক্ষেতে আগুন দিবে না, কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করবে না, তোমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে তাদের পশু হত্যা করবে না, তাদের সাথে যদি চুক্তি হয় তাহলে সে চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের প্রতি দেয়া ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করবে, তাদের উপাসনালয়ের কোনো ক্ষতি করবে না।" (Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 309-310)

ইতিসাহ সাক্ষী, ইসলাম ও মুসলমানদের পরমতসহিষ্ণুতায় সন্তুষ্ট হয়ে অমুসলিমরা মুসলিম শাসনের বাইরে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলো। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর লিখেছেন, "বিজিতদের প্রতি ইসলামের সহনশীলতা, উদারতা, সুবিচার ও সংহতির নীতি রোমের খৃষ্টান শাসকদের অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচার-নির্যাতনের সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃষ্টান্ত। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অধীনে খৃষ্টান নাগরিকরা যে অধিকার ভোগ করতো, তার তুলনায় অনেক বেশী জাতীয় স্বাধীনতা সিরিয়ার খৃষ্টানরা মুসলিম শাসকদের অধীনে ভোগ করেছে এবং এ কারণেই তারা তাদের পূর্ব জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলো না।" (Wiliam Muir: The Caliphate its Rise, Decline and Fall, P. 128)

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। তবে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদার বন্ধুরা যতোই চেষ্টা করুন না কেনো, ইসলাম এবং এর অনুসারীদের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাস মসীলিপ্ত করতে পারবেন না। দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য কিরণসম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না। তুষার ধবল রাজহংসের শুভ্র দেহে যতোই পানির ছিটা দেয়া হোক, তা অবশ্য অবশ্যই ঝরে পড়বে।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে অসহিষ্ণুতা

যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক এবং অসহিষ্ণু ভেবে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে বলে মনে করেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন, তাদের কাছে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যে ধরণের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পসন্দ করেন, সেই গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কতটা অসহনশীল তা কি কখনো খতিয়ে দেখেছেন? ভোগবাদী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যেসব দেশে ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেসব দেশের শাসকবৃন্দ জাতিগত ব্যাপারে, ভিন্ন আদর্শ ও ভিন্ন মতের ব্যাপারে কতটা অসহনশীল তা কি কখনো লক্ষ্য করেছেন?

আপনারা জানেন, 'ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না' সাম্প্রদায়িক এ ঘৃণ্য ঘোষণাও এসেছে পশ্চিমা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হিসেবে দাবীদার বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের কাছ থেকেই। 'শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাস করতে হলে আমাদের সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে' এ ঘোষণাও এসেছে পরমত ও আদর্শ অসহিষ্ণু আমেরিকার প্রেসিডেন্ড জর্জ বুশের মুখ থেকে। মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কায় বোমা নিক্ষেপ করার পরামর্শও দিয়েছেন পরধর্ম অসহিষ্ণু পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী আমেরিকার একজন জাতীয় নেতা। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেও সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হলো ফ্রান্সের মূলবান ধন-সম্পদ। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এতটাই অসহনশীল যে, মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রাচীন নিদর্শন, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা তারা বরদাস্ত করতে পারে না। নিজেরা পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে সারা দুনিয়ার ওপর গদা ঘুরাচ্ছেন, কিন্তু মুসলিম কোনো রাষ্ট্র দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ও আত্মরক্ষার জন্যে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করবে, এটাও তারা সহ্য করতে পারেন না। গণতন্ত্রের এসব ঠিকাদার ও মানবাধিকারের ফেরীওয়ালাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আত্মরক্ষারও অধিকার নেই।

আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেউ যেনো 'টু' শব্দ করতে না পারে এ জন্য তারা ব্লাসফেমী আইন বলবৎ করেছে। তাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে, কিতা সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় লেখা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে যত বেশী আপত্তিকর কথা লিখতে পারে, তাকে তারা ততবেশী সম্মান-মর্যাদা দিয়ে 'নাইট' উপাধিসহ নানা ধরণের পুরস্কারের মাধ্যমে তার জন্যে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রচনা করে।

www.pathagar.com

কোনো মুসলমান পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হবার পরে সে কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে চাইলেও বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে এদেশে যারা জনগণের ঘৃণা কুড়ায়, তাদেরকে তারা নিজের দেশে সসম্মানে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করে। এমনকি আমার দেশের একজন নাস্তিক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নারীবাদী লেখিকার পক্ষ নিয়েও খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাফাই পেশ করেছিলেন।

কেউ যদি হিন্দু বা খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতো এবং যা খুশী তাই লিখতো, তাহলে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা কি উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রেখে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে নাইট উপাধি দিয়ে তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো?

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের এতটাই অসহিষ্ণু করে তুলেছে যে, তারা ভিন্ন কোনো আদর্শ ও সভ্যতা ক্ষণিকের জন্যেও সহ্য করতে নারাজ। এ কারণেই তারা সমরশক্তির বলে বলিয়ান হয়ে সাত সমুদ্রের ওপার থেকে ছুটে এসে মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্থান ও ইরাককে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছে। প্রাচীন সভ্যতার লালন ভূমি বাগদাদ নগরীকে মৃত্যুপুরীর রূপ দিয়েছে। পবিত্র মাস রমজানে এবং ঈদের দিনে ঈদের জামায়াতেও বোমা নিক্ষেপ ও গুলী চালিয়ে মুসলমানদেরকে পাখির মতো হত্যা করে গায়ের জোরে তারা তাদের 'গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিষ্ঠার অভিযান চালাচ্ছে।

ভোগবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা কুকুর-বিড়ালের অধিকার সংরক্ষণে সদা সচেতন থাকলেও তাদেরই নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে মুসলমানের মরণ আর্তনাদ শোনার ক্ষেত্রে তাদের শ্রবণশক্তি বধির। নিজেরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারেন, কিন্তু মুসলিম নারীর হিজাব তারা সহ্য করতে পারেন না।

স্বৈরাতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদাররাই গুয়ান্তানামো-বে কারাগারে অসহায় মুসলিম বন্দীদের চোখের সামনে পবিত্র কোরআনের চরম অবমাননা করেছে। ইরাকের আবু গারিব কারাগারে মুসলিম বন্দীদের উলঙ্গ করে জীবিত মানুষের পিরামিড তৈরী করেছে। ৭০/৮০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীকে গাধার মতো করে তার পিঠে চড়ে আনন্দ উল্লাস করেছে।

বন্দীদের গলায় কুকুরের বেল্ট পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বন্দীদের ওপর শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হিংস্র কুকুরগুলো মুসলিম বন্দীদের ওপর হামলে পড়েছে, বন্দীদের করুণ আর্তনাদ যখন আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে তখন মানবাধিকারের ফেরীওয়ালারা পৈশাচিক আনন্দে উল্লাস করেছে। এসব লোমহর্ষক দৃশ্য

www.pathagar.com

বিশ্ববাসী প্রিন্টিং ও ইলোক্ট্রোনিক মিডিয়ায় দেখেছে এবং সচেতন মানুষ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার তথাকথিত উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতি ঘৃণাভরে ধিক্কার দিয়েছে।

পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পশু কোরবানী করেছে, ঠিক সেই দিনই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মুসলমানদের ঈদ অনুষ্ঠানের প্রতি চরম বিদ্রুপ করা হয়েছে।

আমেরিকা- ইউরোপ তাদের নিজেদের দেশসমূহে বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী ও পরিত্যক্ত থাকলেও অসহিষ্ণুতার কারণেই ইয়াহূদীদের ধর্মীয় রাষ্ট্র 'ইসরাঈল' সেখানে প্রতিষ্ঠিত না করে মুসলমানদের উত্যক্ত করার লক্ষ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের বিষ ফোঁড়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমত সহিষ্ণুতা যারা দেখতে পান তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিন। দেখুন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দু দেবতা হনুমান, বানর আর ময়ুর পাখি হত্যা করা দূরে থাক, কষ্ট দেয়াও নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই ভারতেই মুসলমানদের কোরবানীর পশু গরু যবেহ স্থান বিশেষে নিষিদ্ধ এবং সারা দেশে আইনগতভাবে গরু যবেহ নিষিদ্ধের দাবী তোলা হচ্ছে। মাইকে আযান নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কোরআন নিষিদ্ধ করার দাবী করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এর অনুসারীদের এতোই অসহিষ্ণু করে তুলেছে যে, ভারতীয় নেতা বালথ্যাকারে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, 'মুসলমানদের লাথি মেরে ভারত থেকে বের করে দিতে হবে।' গুজরাটে হাজার হাজার মুসলিম নিধন যজ্ঞের প্রধান হোতা নরেন্দ্র মোদীও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় নেতা। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দই বাবরী মসজিদ ধ্বংসের অনুকুল পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ঈদের জামায়াতে শূকর ছেড়ে দিয়ে মুসলিম নিধন অভিযানও চালানো হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে। শিখ ধর্মাবলম্বী দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পরে নির্দোষ শিখ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে নির্যাতন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে চালানো হয়েছে, তা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।

সম্মানিত পাঠক, এবার সদ্য ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, অসহিষ্ণুতা আর সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সারা দুনিয়ার সম্মুখে নিজের কুৎসিত অবয়ব আরেকবার উলঙ্গ করে দেখিয়েছে। ২৫ শে ডিসেম্বর ০৭, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বড় দিন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে বসবাসরত খৃষ্টান সম্প্রদায়ও তাদের সব থেকে বড় ধর্মীয় উৎসব 'বড় দিন' উপলক্ষ্যে আনন্দে- উল্লাসে মেতে উঠেছিলো। হরিষে বিষাদ নেমে এলো। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বৃহৎ সম্প্রদায়ের লোকজন একযোগে কয়েকটি গির্জায় হামলা চালিয়ে একজনকে হত্যা করলো, এতে গুরুত্বর আহত

www.pathagar.com

হলো ৩০ জন, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান ১৪ টি গির্জায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দিলো। (নয়া দিগন্ত, এএফপি, খালিজ টাইম, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর' ০৭)

এবার ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ফেরীওয়ালাদের পরমত অসহিষ্ণুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখুন। ৯ই ডিসেম্বর' ০৭ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির কিউ ট্রেনে একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ- তরুণী তাদের ধর্মীয় শ্লোগান 'মেরি ক্রিসমাস' বলে চিৎকার করছিলো। একই ট্রেনের যাত্রী ছিলো ওয়ালটার এডলার নামক একজন ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী যুবক। মেরি ক্রিসমাস শ্লোগান শুনে সেও তাদের ধর্মীয় শ্লোগন 'হ্যাপি হনুকা' বলে ধ্বনি দিয়েছিলো। সাথে সাথে খৃষ্টান তরুণ- তরুণীর দল 'যিশু খৃষ্টকে হত্যা করেছে ইয়াহূদীরাই' এ কথা বলে ইয়াহূদী যুবকের ওপর প্রবল আক্রোসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। উক্ত কম্পার্টমেন্টে বেশ কয়েকজন ইয়াহূদী যাত্রীও ছিলো। নিজেদের জ্ঞাতী ভাইকে রক্ষা না করে তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লালনভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান আমেরিকা প্রবাসী হাসান আসকারী- যার দেহের শিরা-উপশিরায় ধাবমান রয়েছে ইসলামী চেতনায় শানিত অসাম্প্রদায়িক মুসলিম রক্ত, তার পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা কি সম্ভব?

'মজলুমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াও' অসাম্প্রদায়িক মহান ইসলামের এ শিক্ষা হাসান আসকারীর রক্তে প্রতিবাদের তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। ভুলে গেলো সে, ইয়াহূদীরা নবী করীম (সাঃ)-কে নানা কৌশলে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছে এবং খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, তার মুসলিম ভাইবোন ফিলিস্তিনীদেরকে দেশ ছাড়া করেছে, প্রত্যেক দিনই মুসলিম ভাইদের রক্তে ইয়াহূদীরা হাত লাল করছে। সব কিছু ছাপিয়ে ইসলামের মহান শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলারকে রক্ষার জন্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিজেও সে মারাত্মকভাবে আহত হলো খৃষ্টান তরুণ-তরুণীদের হাতে। অবশেষে পুলিশ মুমূর্ষ অবস্থায় ইয়াহূদী যুবক ও বাংলাদেশের হাসান আসকারীকে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার অগ্নিগর্ভ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করলো।

আক্রমণের শিকার ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলার গত ২১শে ডিসেম্বর' ০৭ তারিখে নিউজ ওয়ার্ল্ডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্ট্যাডি করেছি। তাতে ইসলাম ধর্মকে যারা সন্ত্রাস বা চরমপন্থা বলে অপবাদ দেয় তার কোনো সত্যতা খুঁজে পাইনি। আমি দেখেছি, ইসলাম হচ্ছে একান্তই মানবতার ধর্ম। বিশ্বাস ও আদর্শিকভাবে ইসলাম হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে কাছের ধর্ম। আর এখন হাসানের আচরণে সেটি বদ্ধমূল হয়েছে আমার বিশ্বাসে। বর্তমানে ইয়াহূদী- মুসলিম বিদ্বেষ হচ্ছে একান্তই রাজনৈতিক। ধর্মীয় কারণে এটি হচ্ছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ জন্যে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে।'

www.pathagar.com

নিউজ ওয়ার্ল্ডের সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের কৃতি সন্তান হাসান আসকারী বলেন, 'আমি যে ধর্মে বিশ্বাসী তা কখনো কাউকে হেয় বা অপমান করার নীতিতে বিশ্বাস করে না। ইসলাম বলেছে, কেউ অন্যায়ের শিকার হলে তাকে সাহায্য করতে। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছে এবং এই শিক্ষাই আমাকে উজ্জীবিত করেছে অসহায় নির্যাতিত ওয়ালটার এডলারকে সাহায্য করতে।' (সুত্রঃ নিউজ ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক, নয়াদিগন্ত, ২৭শে ডিসেম্বর' ০৭)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সফরে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নসিহত খয়রাত করতে ভোলেন না, কিন্তু নিজ দেশে যে সাম্প্রদায়িকতা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তা তাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেনা।

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দিনরাত কথা বলে যারা মুখে ফেনা তুলছেন, হাসান আসকারীকে কি তারা সাম্প্রদায়িক বলবেন? কোন্ সে শিক্ষা যা হাসান আসকারীকে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও একজন ইয়াহূদীকে সাহায্য করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো? সে পবিত্র আদর্শের নাম ইসলাম।

হাসান আসকারী সেই দেশের সন্তান, যে দেশে রোজা আর পূজা নির্বিঘ্নে একই সাথে চলে। মসজিদ, মন্দির আর গির্জা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং যে যার পদ্ধতিতে স্রষ্টার আরাধনা করে। যে দেশের মানুষ পরস্পরের ধর্মীয় আনন্দে অংশ গ্রহণ করে, পরস্পরের শোক-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্রান্তিকালে কে কোন্ ধর্মের অনুসারী সেদিকে কেউ-ই দৃষ্টি দেয় না। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এ বিধ্বস্ত এলাকায় আলেম-ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বগণ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সকলকেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও এদেরকে স্পর্শ করেনি।

বাংলাদেশ, অগণিত শহীদের রক্ত বিধৌত এদেশের মাটি। এ মাটিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় ওলামা, অগণিত পীর- আওয়ালীয়া। ধর্মভীরু অসাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী বুকে নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে গর্বিত ভঙ্গিতে আপন অবয়ব উজ্জ্বল করে রেখেছে বাংলাদেশ। এই দেশ শুধু একজন হাসান আসকারীকে জন্ম দেয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের অসংখ্য হাসান আসকারী। সুতরাং যে দেশ, যে মাটি হাসান আসকারীর মতো মানবতাবাদী সন্তান জন্ম দিয়ে সারা দুনিয়ায় নিজের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, সেই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার আগুন জ্বালানোর স্বপ্ন যারা দেখছেন, তাদের সে স্বপ্ন এদেশের অসাম্প্রদায়িক জনতা বাস্তবায়িত হতে দিবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আমি আমার দেশের ঐ সকল বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, কলামিষ্ট– যারা মুসলিম নামের অধিকারী তাদের প্রতি অনুরোধ করছি, আপনারা বাংলাদেশের অহঙ্কার হাসান আসকারীর মতো মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে না পারলেও ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলারের মতো ঐ মানসিকতা অন্তত সৃষ্টি করুন, যে মানসিকতা আপনাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি করবে। ওয়ালটার এডলার ইয়াহূদী যুবক হয়েও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও কলামিষ্টদের, তারা নানা মতবাদ- মতাদর্শ ভিত্তিক রচিত বিশালাকৃতির গ্রন্থ অধ্যয়নে অনেক সময় ব্যয় করলেও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করে ওয়ালটার এডলারের ছাত্র হবার যোগ্যতাও অর্জন করেননি। নিজ ধর্মের প্রতি মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টদের বিদ্বেষ প্রসূত অবজ্ঞার এ দুঃখজনক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো জাতীর মধ্যে আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা এতই প্রকট যে, এর অনুসারীরা ভিন্ন মত, আদর্শ ও ভিন্ন ধর্মীয় স্থান সহ্যই করতে পারেন না। তুরস্কের কামাল পাশা টুপি, মুসলিম নারীর হিজাব, মসজিদ, আরবী ভাষায় আযান এমনকি 'আল্লাহু আকবার' শব্দটিও সহ্য করতে পারেননি। এসব কিছু নিষিদ্ধ করেও তিনি স্বস্তি পাননি, অগণিত মসজিদকে তিনি পানশালায় পরিণত করেছিলেন এবং অগণিত ভিন্ন মতাবলম্বীকে তিনি অত্যন্ত পৈশাচিক পদ্ধতিতে হত্যা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক অসহনশীলতা এতটাই প্রকট ছিলো যে, সমাজতন্ত্রের পতনের পরে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অগণিত গণকবর এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র আর রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কতটা অসহনশীল, সাম্প্রদায়িক এবং পরমত অসহিষ্ণু তার লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে নিম্ন লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকাসমূহে। একটু কষ্ট করে অধ্যয়ন করুন, সত্যকে সত্য হিসেবে জানতে চেষ্টা করুন।

(1) A History of Intellectual Development of Europe by Jhon Wiliam Draper. **(2)** Diagnosis of Man by Kenneth Walker. **(3)** Story of Civilization by Dr Will Durant. **(4)** Christianity and Social Revolution by Prof. Josheph Nedham. **(5)** History of the Latin Christianity by H. H. Milman. **(6)** Lectuers on the History of the Eastern Church by A. P. Stanly. **(7)** Democracy vs Liberty by Mr. Peregrine Worsthorne. **(8)** The Menace of Free Journalism in America by Marry, The Listener, London,

www.pathagar.com

May 14, 1953. **(9)** Freedom is not so simple, The Listener Weekly, London, Sept, 9, 1954. **(10)** The Middle East Survey by S. A. Morrison. **(11)** Foundation of Turkish Nationalism by Dr. Uril Hyde and Grey Wolf. **(12)** Inside Europe by Jhon Gunther. **(13)** A Study of History by Arnold Toynbee. **(14)** The Politics of Democratic Socialism by E. F. M. Durbin. **(14)** Gilmpses of World History by Jawhar Lal Nehru. **(15)** The Scourge of the Swastika by Lord Russel. **(16)** Economic Life of Soviet Russia by Calvin Hoover. **(17)** Forced Labour in Soviet Russia by David Dallin. **(18)** Cannibalism by Montaigen. **(19)** Western Civilization' in 'In Praise of Idleness by Bertrand Russel. **(20)** Naugt for your comfort by Father Trevor Hadlestone. **(21)** Peoole of the Deer by Michael Joseph. **(22)** The Revolt against Reason by Arnold Lunn. **(23)** Difficulties in Evolutionary Theory by Dr. Douglas Dewer. **(24)** Death of a Science in Russia by Konyezarcole. **(25)** Soviet Genetics by Juliash Haxly. **(26)** How near is War by Bertrand Russel. **(27)** Freedom, Loyalty and Dissent by H. S. Commager. **(28)** Democracy and the Teacher in the United States, Published in the Manchester Guardiam, Weekly, November, 1991. **(29)** The Cancer World. **(30)** The Animal farm.

সেই সাথে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন এর রচনা সমগ্র পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। সুতরাং ইসলাম এবং এর অনুসারীদের অসহিষ্ণু আখ্যায় আখ্যায়িত করে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী যারা তুলছেন, তারাই সবথেকে বেশী অসহনশীল, সাম্প্রদায়িক এবং পরমত অসহিষ্ণু। এর বড় প্রমাণ, ধর্মবিদ্বেষী এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দাবীদাররাই এদেশে হত্যা, গুম, জ্বালাও- পোড়াও, ভাংচুর ও গলাকাটা রাজনীতির প্রবক্তা। হিন্দুদের পূজা মন্ডপে হামলা করে তারাই মূর্তি ভেঙেছে। 'বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে আসে' এ শ্লোগান একমাত্র তারাই সারা দেশের দেয়ালে দেয়ালে লিখেছেন। দলীয় কোন্দলে নিজেরা মারামারি করে মরলেও হরতাল- অবরোধের

www.pathagar.com

নামে লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, স্থাপনা ধ্বংস ও যান-বাহন ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা ধর্মনিরপেক্ষ অসহিষ্ণুতার নিত্য-নৈমিত্তিক চিত্র। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের জন্মদাতা কারা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'চোরের মা'র বড় গলা' এ কথা সবাই জানে।

এবার ভিত্তিক রাজনীতির বাস্তব চিত্র দেখুন, ধর্মভিত্তিক তথা ইসলামী রাজনীতি যারা করেন, তারাই সবথেকে বেশী শান্তি প্রিয়, দেশ প্রেমিক এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের হাতে এদের বহু নেতা-কর্মী শাহাদাতবরণ করেছেন, নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু এরা কখনো সভা সমাবেশ, মিছিল ও প্রতিবাদের নামে জ্বালাও- পোড়াও, ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করেনি। দেশ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো ধরণের কর্মসূচী পালন করেনি, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে বিদেশী কোনো শক্তির সাথে আঁতাত করেনি। দেশ ও জাতির স্বার্থে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষেই এরা আন্দোলন করছে। আর মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বিধানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। জুলুম, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করে সংঘাত-সহিংসতার মূলোৎপাটন করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ করা। ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলো রাতদিন এ কাজই করে যাচ্ছেন।

ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা অনুযায়ী ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত সর্বস্ব কয়েকটি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে আসেনি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। নিজকে মুসলমান দাবী করার পর এর কিছু বিধান স্বীকার করবো অবশিষ্ট বিধানসমূহের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করবো, এমন অধিকার কোনো মুসলমানকে দেয়া হয়নি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। এর বিপরীতে অবস্থানকারী মুনাফিক– অবশ্যই মুসলমান নয়। পবিত্র কোরআনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন তাহলে নিজেকে আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না।

সূরা আহ্যাবের ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করলে কোনো মুমীন পুরুষ বা মুমীন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না।"

সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কিন্তু না, আমি তোমার মালিকের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মত বিরোধের ফায়সালায় আপনাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নিবে। অতঃপর আপনি যা সিদ্ধান্ত দিবেন সে ব্যাপারে তাদের মনে যেনো আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং আপনার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে।"

www.pathagar.com

এ ধরণের অসংখ্য আয়াত- হাদীস দিয়ে প্রমাণ করা যাবে যে কালেমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলমান তার জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশেও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে অবস্থান নিতে পারে না। ইসলাম কর্তৃক তার সম্পূর্ণ জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত। সেক্ষেত্রে কোনো মুসলমান তার জীবনের বিশাল অঙ্গন রাজনীতি, সেই রাজনীতিকে ধর্ম মুক্ত করার প্রস্তাব ধর্ম তথা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে একেবারেই মূর্খ অথবা নাস্তিক ধর্ম বিদ্বেষী ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না।

আরেকটি কথা এখানে স্পষ্ট করতে চাই, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের নীতিমালা অনুসারেই নাস্তিক ব্যতিত কারো পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা ধর্মনিরপেক্ষ হবার দাবী করেন এবং ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করেন বলে প্রচার করে থাকেন, তারা হয় ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সাথে জেনে বুঝে প্রহসন করেন অথবা দেশের ধর্মভীরু জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালা স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, নাস্তিকতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। ঋভথফধ্রদ ওণডলফটরধ্রব এ ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে–

Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on consideration purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. (English Secularism- 35)

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা শুধুমাত্র মানব সম্প্রদায়ের পার্থিব দায়িত্ব সম্পর্কিত নিয়মসমূহ এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, বিশ্বাস স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে এই আদর্শ তাদের জন্যে।

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো, যারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতিকে অপূর্ণ বলে মনে করে, ধর্মীয় বিষয় যাদের কাছে অস্পষ্ট এবং ধর্ম এমন এক আদর্শ যা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য তথা ধর্মীয় বিষয়সমূহ একেবারেই অবিশ্বাস্য, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কেবলমাত্র তাদেরই আদর্শ হতে পারে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে যারা দাবী করেন, এই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যারা কথা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা অনুযায়ীই তারা নাস্তিক কিনা তা তাদেরকেই ভেবে দেখতে হবে। এখানে আমার নিজস্ব কোনো মন্তব্য নেই, আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই, যেখানে স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। (সূরা আলে ইমরান- আয়াত নং ১৯)

www.pathagar.com

লক্ষাধিক নবী- রাসূলদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী ছিলেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের নিকট পরিচিত অগণিত বিজ্ঞ ওলামা- মাশায়েখদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ তো করেনই নি বরং এ মতবাদকে সুস্পষ্ট কুফ্‌রী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টরা কোন্ সাহসে, কিসের বিনিময়ে এবং কোন্ খুঁটির জোরে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাতে চান এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষনার দাবী তোলেন? দেশ প্রেমিক ঈমানদার মুসলমানদের তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

যারা ব্যক্তি জীবনে ধর্ম-কর্ম পালনে অভ্যস্ত নয়, ধর্মে বিশ্বাস করে না, পরকালে জবাবদীহীতার প্রতি আস্থা নেই, কবরের আযাব, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত জাহান্নামকে কাল্পনিক বলে মনে করে এবং ধর্মকে 'আফিম' বলে, কেবলমাত্র তারাই দেশ ও রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে ধর্মই হচ্ছে জঙ্গীবাদের মূল। এরা কৌশলে দেশকে আবার ধর্মনিরপেক্ষ বানাতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর যেসব দেশ ইসলামকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেসব দেশ এর বিষাক্ত ফলশ্রুতিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও পরাজয় ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি। তুরস্ক ও ভারত এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

অথচ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই মানুষ চরিত্রবান হতে পারে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, মন্ত্রী ও এমপি থাকা অবস্থায় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা অসৎ উপার্জন করেননি, আমানতের খেয়ানত করেননি, যেসব সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষয়ত্রী, ব্যবসায়ী এবং আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নির্মোহ জীবন-যাপন করেছেন তা কেবলমাত্র তারা ধর্মকে বিশ্বাস করেন, আল্লাহকে ভয় করেন বলেই তাদের জন্য সততা-স্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়েছে। এর বিপরীতে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশেরই নৈতিক স্খলন ঘটেছে, তাদের পরিণতি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এখন আর বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না।

সুতরাং কেবলমাত্র মতলববাজরাই দেশ ও রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত বানাতে চায়। কারণ সততা-স্বচ্ছতা সমৃদ্ধ জীবন-যাপন ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি না করা তাদের দৃষ্টিতে অপরাধ। তারা চায় দেশ থেকে নারীর পর্দা প্রথা উঠে যাক। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চালু হোক, নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী করা হোক, যুবক-যুবতীরা বল্গাহীনভাবে লিভ্

www.pathagar.com

টুগেদারে অভ্যস্থ হোক, বাক-স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার নামে আল্লাহ ও রাসূল, কোরআন হাদীস, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ও আদালতে আখিরাত বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ফ্রীস্টাইল লেখালেখি চালু হোক এবং দেশের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাক। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ধর্মবিদ্বেষী বামপন্থীদের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে হাজারো লাখো টক্-শো'র আয়োজন করে দর্শক শ্রোতাদের কান ঝালা পালা করা যাবে ঠিকই, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরে প্রথিত ইসলাম প্রতীতির শেকড় উপড়ানো যাবে না। **কারণ সূর্যালোকের বিরুদ্ধ নিশাচর প্যাঁচাদের ক্যাঁচ- ক্যাঁচানিতে প্যাঁচাদের কষ্টই বৃদ্ধি পায়, সূর্য্যের তাতে কিছুই আসে যায় না। সূর্য তার নিত্য দিনের অভ্যাস আলো ও উত্তাপ দিয়ে নিঃস্বার্থ কল্যাণ ছড়ায় বিশ্বময়। আর প্যাঁচারা সূর্য্যকে গালি দিতে দিতে হুঁচ্নাকের মতো গর্তে লুকায়।**

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুধু কি বাংলাদেশে?

ধর্মবিদ্বেষীদের জানা উচিৎ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের যেসব দেশে গনতন্ত্র চালু আছে সেসব দেশেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অস্তিত্ব সগৌরবে বিরাজমান। রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ কথা জানেন যে দুনিয়ার নানা দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সচল রয়েছে এবং এ বিষয়টি নিয়ে সেসব দেশে কারো মাথা ব্যথা নেই। যেমন আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে ধর্মভিত্তিক দল বিজেপি গত পার্লামেন্টে ক্ষমতায় ছিলো বর্তমানে গুজরাটে ক্ষমতাসীন। শীব সেনা, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় দল সেখানে সক্রিয় রয়েছে। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগও সেদেশে সক্রিয় রয়েছে। আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট নিজ দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। শ্রীলঙ্কায় জামায়াতে ইসলামী শ্রীলঙ্কা সক্রিয় রয়েছে। তুরস্কে জাস্টিস এন্ড ডেভলেপমেন্ট পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে। জর্ডানে মুসলিম ব্রাদার হুড সক্রিয় রয়েছে। পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী বেশ কয়েকটি প্রদেশে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় দি মুসলিম স্কলার্স পার্টি সক্রিয় রয়েছে। ফিলিস্তিনে হামাস সক্রিয় রয়েছে। মালয়েশিয়ায় দি প্যান মালয়েশিয়া ইসলামিক পার্টি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। লেবাননে হিয্বুল্লাহ সক্রিয় রয়েছে। সুদানেও দি উম্মাহ্ পার্টি সক্রিয় রয়েছে।

ইউরোপ আমেরিকাসহ দুনিয়ার যেসব দেশে গণতন্ত্র চালু আছে সেখানেই ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দল সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাজ্যে Monarch is the head of the church. সেই তিনিই Supreme defender of protestant faith. যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সাধ থাকার পরও Protestant faith ত্যাগ করে Catholic faith গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এখন Catholic faith মতাদর্শে ফিরেছেন। যে যুক্তরাজ্যের

www.pathagar.com

কাছ থেকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই যুক্তরাজ্যেই যখন এই অবস্থা, তখন ধর্মনিরপেক্ষতা কি আর অবশিষ্ট থাকলো?

সুতরাং যে দেশের ১৪ কোটি মুসলমান জন্মসুত্রে বাংলাদেশী, যে দেশের মাটি ৩ লক্ষ মসজিদ ও অসংখ্য মাদ্রাসা বুকে ধারণ করে ধন্য; যে দেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে ফজরের আযান শুনে, যে দেশের সংবিধান শুরু হয়েছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাম নিয়ে, যে দেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংবিধানে লিপিবদ্ধ, সে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদাররা দিবা স্বপ্নে বিভোর হয়ে বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী করছে কারা আমি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। এরা জন বিচ্ছিন্ন পরগাছা, এদেরকে রাজনৈতিক ময়দানে জীবিত রেখেছে ইলোক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া, অন্যথায় জনগণের ঘৃণা মিশ্রিত অবজ্ঞা ও অবহেলায় এতো দিনে হয়তো পরগাছা এ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতো। সমগ্র দেশে এদের ১% জন সমর্থনও নেই। ভোটের মাধ্যমে নিজেরা জিন্দেগীতে ক্ষমতায় যেতে পারবে না এ কথা তারা ভালোভাবেই জানে; তাই তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ডেড ইস্যু বা নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া, নির্বাচন কঠিন করে তোলা, নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করা, বর্তমান সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করা এবং দেশকে পরনির্ভরশীল করা।

চরম দুর্ভাগ্য জাতির! বিগত ১৫ই নভেম্বর ০৭ এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৭টি জেলা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'এর আঘাতে যখন লন্ড ভন্ড, লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত, অগণিত মানব সন্তানের লাশ কাফন আর শুকনো জায়গার অভাবে দাফন করা যায়নি, দেশের পশু সম্পদ মৃত লাশ হয়ে ডোবা-নালায় ভাসছে, মূল্যবান সম্পদ রাশি সাগরে ভেসে গিয়েছে, মানুষকে গণকবর দেয়া হচ্ছে, ঠিক সেই সময় দেশ প্রেমিকের দাবীদার অনেকেই ঢাকার অভিজাত এলাকায় ব্যয় বহুল ক্লাব ভাড়া করে দামী স্যুট-টাই পড়ে বেশ কেতাদূরস্ত হয়ে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে মিমাংসীত ডেড ইস্যু নিয়ে হৈচৈ করলেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের আবদার তুললেন কাদের খুশী করার জন্যে? এসব দেশ প্রেমিকরা (?) যে অর্থ ব্যয় করে ডেড ইস্যু নিয়ে অহরহ আলোচনার ঝড় তুলছেন, সেই অর্থ কি দুর্গত মানুষদের জন্যে ব্যয় করতে পারেন না? এ সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত না করে ধর্ম বিদ্বেষী এসব মহারথীরা হোটেল ভাড়া করে অথবা টিভি চ্যানেল দখল করে টক-শো ও গোল টেবিল বৈঠকের নামে যা খুশী তাই ফ্রী স্টাইলে আলোচনা করে চায়ের কাপে তুফান সৃষ্টি করছেন। বুভুক্ষ, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন মানুষের সাথে তথাকথিত রাজনীতিকদের এ নিষ্ঠুরতা চরম মূর্খতাকেও হার মানায়।

www.pathagar.com

ধর্ম বিদ্বেষী এসব জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত রাজনীতিকদের দেশ ও জাতি বিরোধী মহাষড়যন্ত্র থেকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ও তার অধিবাসীদের হেফাজত করুন। ধর্ম বিদ্বেষীদের উদ্দেশ্যে কবি সম্রাট মহাকবি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার দুটো লাইন উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমার এ লেখার ইতি টানতে চাই।

কওম মাযহাবসে হ্যায়
মাযহাব জো নেহী তুম ভী নেহী।
যায্বে বাহাম জো নেহী
মাহ্ফিলে আন্জুম ভী নেহী।।

কাব্যানুবাদ ঃ ধর্মতে হয় জাতির গঠন
ধর্ম নাই তো তুমিও নেই।
নাই কো যদি মাধ্যাকর্ষণ
গ্রহ সূর্য্য ভূমিও নেই।।

www.pathagar.com

Courtesy :

Shekh Hafizur Rahman
&
Mrs. Naseema Rahman

102, Leipziger St.
Germany.